বিয়ে করলেন টম-মেনকা, শুভেচ্ছা সব মহলের

ধূপগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ একসময় ত্রাস সৃষ্টিকারী কেএলও জঙ্গিদের ধরতে অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ। সমাজের মূলস্রোতে ফিরতেই সেই পুলিশই কেএলও-র প্রাক্তন ডেপুটি কমান্ডার জয়দেব ওরফে টম অধিকারীর বিয়েতে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা দিল। সোমবার রাতে টম ও তাঁর প্রেমিকা মেনকা রায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। আর তাঁর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার এই পদক্ষেপে দারুণ খুশি পরিবারের সকলেই। টম ও মেনকার দীর্ঘদিনের পরিচয় এবং ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। তাই দাদার বিয়েতে বিন্দুমাত্র খামতি রাখতে চায়নি টমের দুই ভাই শশাঙ্ক ও জয়ন্ত। অসম থেকে মালদা পর্যন্ত পরিচিত অনেকেই নিমন্ত্রিত টম ও মেনকার বিয়েতে। ছোটো ভাই জয়ন্তের কথায়, দু-হাজারেরও বেশি মানুষ নিমন্ত্রিত দাদার বিয়েতে। এর মধ্যে বিশেষ করে রয়েছেন একসময় টমের আন্দোলনের সঙ্গীরা, নানা সময়ে টমকে বন্দি বানানো পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা, রয়েছেন রাজ্যের শাসকদলের নেতারা।

জলপাইগুড়ি জেলার বর্তমান পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি টমের বিয়েতে আমন্ত্রিত। জলপাইগুড়ির প্রাক্তন পুলিশ সুপার তথা উত্তরবঙ্গের বর্তমান এডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, পুলিশ আধিকারিক অচিন্ত্য গুপ্ত বিয়ের কথা জানতে পেরে টমকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

কিশোর বয়স থেকে টম ও মেনকার সম্পর্ক ছিল। দুজনে একইসঙ্গে জঙ্গি আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমবারে ছাড়া পেয়ে মেনকা মূলস্রোতে ফিরলেও প্রেমিক তথা প্রাক্তন কেএলও ডেপুটি কমান্ডার টম সে পথে হাঁটেননি। তিনি ফের জঙ্গি আন্দোলনে শামিল হন। বর্তমানে নানা মামলায় অভিযুক্ত থাকলেও জামিনে মুক্ত টম। তাই এবার সমাজের মূলস্রোতে ফিরতে চেয়ে এবং তাঁদের ভালোবাসাকে পরিপূর্ণতা দিতে সাত পাকে বাঁধা পড়লেন। জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি জেলার বর্তমান পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি টমের বিয়েতে আমন্ত্রিত। কিন্তু তিনি ব্যস্ত থাকায় প্রতিনিধি পাঠিয়ে বিয়ের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। জলপাইগুড়ির প্রাক্তন পুলিশ সুপার তথা উত্তরবঙ্গের বর্তমান এডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা টমকে গ্রেফতার করেছিলেন। এছাড়াও জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি, পুলিশ আধিকারিক অচিন্ত্য গুপ্ত টম ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। বিয়ের কথা জানতে পেরে সকলেই টমকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তবে বিয়ে করার আগেই পৃথক কামতাপুরি ভাষা অ্যাকাডেমি গঠন এবং ভাষার স্বীকৃতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এখন আর পৃথক রাজ্য নয়। ভাষা, সংস্কৃতি, নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং মূলস্রোতে থেকে নিজের স্বনির্ভরতাকেই ভরসা করে সুখী দাম্পত্য জীবন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বাধীন স্বপ্নে বিভোর টম।

টম ও মেনকা ধূপগুড়ি ব্লকের ফটকটারি এলাকার বাসিন্দা। সোমবার রাতে টম বরের সাজে বিয়ে করতে যান। মঙ্গলবার ভোরে স্ত্রী মেনকাকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। আর সব নিয়মের পর মঙ্গলবার রাতে জাঁকজমকের সঙ্গে বউভাতের আয়োজন হয়েছে। শুধু ভাইয়েরা নন, টমের বিয়ের পর দারুণভাবেই খুশি হয়েছেন তাঁর প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনরা। সকলেই বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নিজেদের খুশির বহিঃপ্রকাশ করেছেন।

টম ও মেনকা দুজনেই ২০০৩ সালে ভুটান পাহাড় থেকে একই সময়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দিদশা কাটিয়েছেন। পরে মেনকা ছাড়া পান এবং জীবনের মূলস্রোতেও ফিরে আসেন। এদিকে, রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার গঠনের পর যে ৬ জন কেএলও বন্দিকে জামিনে মুক্তি দিয়েছিল তার মধ্যে ছিল টমের নামও। কিন্তু মুক্তি পেয়েও টম প্রেমিকা মেনকাকে বিয়ের কথা ভাবেননি। সাময়িকভাবে মূলস্রোতের দিকে ভাসলেও তিনি ২০১৫ সালে ফের আত্মগোপন করে আন্দোলন পুনর্গঠিত করেন। গত বছর সমস্ত মামলার কয়েকটিতে নির্দোষ সাব্যস্ত হওয়ার পাশাপাশি বাকিগুলিতে জামিনে মুক্তি পান। টমের ভাই জয়ন্ত বলেন, মেজো দাদা আগেই বিয়ে করেছে। অপেক্ষা ছিল বড়ো দাদার বিয়ের। সেটাও ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। একইসঙ্গে সরকারের কাছে তাঁর আবেদন, মামলা প্রত্যাহার করে দাদাকে পুরোপুরিভাবে সমাজের মূলস্রোতে ফিরতে সহায়তা করা হোক।

কিশোরী অপহরণে যুবকের সশ্রম কারাদণ্ড

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ অপহরণ করে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে ভারতীয় কিশোরীকে বিয়ে করে পরে ফের গোপনে ভারতে প্রবেশ করার অপরাধে এক বাংলাদেশি নাগরিককে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল জলপাইগুড়ি জেলা আদালত। গত সোমবার জেলা আদালতের পক্ষ থেকে চন্দন রায় নামে ওই বাংলাদেশি নাগরিককে এই ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মঙ্গলবার জেলা আদালতের অতিরিক্ত দায়রা থার্ড কোর্টের বিচারক রাজীব সাহা অভিযুক্তকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। অনাদায়ে আরও ছয় মাস কারাদণ্ডের সাজা শুনিয়েছেন বলে সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় দাস জানান।

ঘটনা সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি শহরের দেবনগর এলাকার বাসিন্দা এক কিশোরী ২০১৩ সালের মার্চ মাসে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। একবছর পর পরিবারের লোকজন জানতে পারে তাকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের রংপুর জেলার লালমণিহাটের বড়বাড়ি এলাকার বাসিন্দা চন্দন রায় নামে এক যুবক। এরপরেই কিশোরীর পরিবারের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

এই মামলার সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় দাস জানান, বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে এসে শিলিগুড়ির একটি মিষ্টির দোকানে কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেছিল চন্দন। দেবনগর সংলগ্ন সেবাগ্রামের এক কিশোরের সঙ্গে তার পরিচয়ের সুবাদে ওই কিশোরীর সঙ্গে পরিচয় হয় যুবকের। এরপর ওই কিশোরের সাহায্য নিয়ে ২০১৩ সালের মার্চ মাসে গোপনে কিশোরীকে এনজেপি এলাকা থেকে অপহরণ করে বাংলাদেশে নিয়ে যায় যুবক। সেখানে নিয়ে গিয়ে কিশোরীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে করে। শুধু তাই নয়, কিশোরীর ওপর অত্যাচার করত চন্দন। অপহরণের ঘটনার পরের বছর বাংলাদেশ থেকে গোপনে মাকে ফোন করে গোটা ঘটনা জানায় মেয়ে। এরপরই কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করে কিশোরীর পরিবার। এর দু-বছর পর ২০১৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর কিশোরীকে নিয়ে ফের অবৈধভাবে ভারতে এসে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় চন্দন রায় নামে ওই যুবক। প্রায় দেড় বছর ধরে চলা এই মামলায় নয়জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। সোমবার দোষী সাব্যস্ত করার পরে বিচারক তার সাজা ঘোষণা করেন।

বৃষ্টির পরে বেহাল দশা রাস্তার। ছবি ঃ বাণীব্রত চক্রবর্তী

সামান্য বৃষ্টিতে বেহাল ময়নাগুড়ি বাজারের রাস্তা

ময়নাগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ সামান্য বৃষ্টিতেই বেহাল ময়নাগুড়ির বাজারে যাবার রাস্তা। সোমবার রাতে বৃষ্টির পর মঙ্গলবার জলকাদায় এই রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। রাস্তার দু-পাশে সবজি ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসেন। জলকাদা জমে যাওয়ায় মঙ্গলবার ব্যবসায়ীরা সবজি নিয়ে এখানে বসতেই পারেননি।

দু-মাস আগে সাংসদ কোটার টাকায় এই রাস্তাটি পাকা করা হয়। কিন্তু নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল হওয়ায় পাকা রাস্তার উপর জল জমে কাদা হয়ে যায়। এছাড়া রাস্তার উপর নোংরা আবর্জনা ফেলা হয়। সেগুলো থেকেই রাস্তাটির এমন অবস্থা হয়। রাস্তার পাশেই থাকা নর্দমা দীর্ঘদিন ধরে মেরামত হয়নি।

সবজি ব্যবসায়ীরা জানান, এই জলকাদার জন্য মঙ্গলবার ব্যবসা করা যায়নি। কারণ বসার কোনো জায়গা নেই। ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সহকারী সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, 'এই রাস্তার দু-পাশে অন্তত ৫০ জন ব্যবসায়ী সবজি নিয়ে বসেন বিক্রির জন্য। মঙ্গলবার জলকাদার জন্য এই রাস্তার দু-পাশে সবজি নিয়ে ব্যবসায়ীরা বসতেই পারেননি। আমরা ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করেছি রাস্তার উপর নোংরা আবর্জনা না ফেলার জন্য। আর প্রশাসনকে জানিয়েছি রাস্তার পাশের নর্দমা মেরামতি করার জন্য। তাহলেই আর সমস্যা হবে না।'

ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবরঞ্জন বর্মন বলেন, আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। নর্দমার মেরামতি প্রয়োজন। তাহলেই সমস্যা এড়ানো সম্ভব হবে। এই রাস্তাটি দু-মাস আগে পাকা করা হয়েছে। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষ বসু বলেন, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এই রাস্তা দিয়েই মাছ ও সবজি বোঝাই পিকআপ ভ্যানগুলি সবসময় যাতায়াত করে। আর একটু বৃষ্টি হলেই এই রাস্তায় কাদা হয়ে যায়। চলাফেরা করা দুস্কর হয়ে ওঠে। সবজি ও মাছ-মাংসের বাজারে ঢোকাই যায় না। আর ব্যবসায়ীরাও বাজারের নোংরা আবর্জনা ফেলে রাখেন যত্রতত্র। সেগুলিতেও সমস্যা হয়। এই বিষয়ে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করুক, দাবি স্থানীয়দের।

স্কুলের পাশে চিতাবাঘের ডেরা, আতঙ্ক বামনডাঙ্গায়

নাগরাকাটা, ১৩ মার্চ ঃ কখনও তাকে দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তা পেরোতে। কখনও আবার ছাগল মেরে ফেলে রাখছে বিদ্যালয়ের লাগোয়া চা বাগানের ঝোপে। তর্জন-গর্জনও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। সব মিলিয়ে চিতাবাঘের ভয়ে এখন কাঁটা হয়ে রয়েছে পড়ুয়ারা। ঘটনাটি নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানের ডায়না লাইনের টন্ডু টিজি ৩ নং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা তল্লাটেও।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে ঘটনার সূত্রপাত। বিদ্যালয়টি একপাশে ডায়না ও অন্যপাশে গরুমারার জঙ্গল ঘেরা। গত শুক্রবার এক পড়ুয়া বাড়ি ফেরার পথে চিতাবাঘটিকে রাস্তা পার হতে দেখে। বাড়ি ফিরে সে বাবা-মাকে ঘটনাটি জানায়। তবে এলাকাবাসীর টনক নড়ে মঙ্গলবার। এদিন বিদ্যালয়টি থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরে চা বাগানের ঝোপ থেকে উদ্ধার হয় একটি ছাগলের ক্ষতবিক্ষত দেহ। পশুটি ডায়না লাইনেরই ফুলেশ্বর সাউ নামে এক শ্রমিকের। গত রবিবার থেকে ছাগলটি বেপাত্তা ছিল। এই রাস্তা দিয়ে শতাধিক শিশু স্কুলে যাতায়াত করে। ফলে চিন্তায় অভিভাবকরা।

এর আগেও একবার ডেরা বাঁধা একটি চিতাকে নিয়ে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। দিন কয়েক আগেই হাতির আক্রমণে এই বাগানটির বীচ লাইনে মৃত্যু হয়েছে রোহিত মুন্ডা নামে এক যুবকের। জানা গিয়েছে, বছর তিনেক আগে বিদ্যালয়টির শৌচাগার হাতির হানায় ভেঙে গিয়েছে। ফলে এখন অনেক পড়ুয়াই বাধ্য হয়ে শৌচকর্মের জন্য চা বাগানে যায়। এতে বিপদের সম্ভাবনা আরও বেড়েছে। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দিলীপ কুমার বলেন, 'স্কুলের চারপাশেই বাগান। ৫০০ মিটার দূরেই জঙ্গল। ফলে আমাদের সারা বছরই জন্তু জানোয়ারদের নিয়ে আতঙ্কে থাকতে হয়। পাশেই চিতাবাঘ ডেরা বানানোয় আতঙ্ক আরও বেড়েছে। পড়ুয়ারাও ভয় পাচ্ছে।' বামনডাঙ্গার এক শ্রমিক নেতা কৈলাস গোপ বলেন, 'নতুন করে ফের এখানে চিতার উপদ্রব শুরু হয়েছে। বন দপ্তরকে দ্রুত খাঁচা পাতার আবেদন জানাচ্ছি।' বন দপ্তরের ডায়না রেঞ্জের রেঞ্জার শুভাশিস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

আহত ছাত্রী। -সংবাদচিত্র

দুর্ঘটনায় আহত ছয় ছাত্রী

ডালখোলা, ১৩ মার্চ ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় আহত হল ছয় ছাত্রী। তাদের মধ্যে চারজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দিলেও দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় স্থানান্তরিত করা হয় ইসলামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থানার অন্তর্গত অসুরাগড় এলাকায়। সূত্রের খবর, স্থানীয় এসবিটুলি হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমিকের সিট পড়েছিল চাকুলিয়া থানার রামকৃষ্ণপুর পিডিজিএম হাইস্কুলে। এদিন পরীক্ষা শেষে সেখান থেকে বাড়ি ফেরার জন্য একটি অটোতে ছয় ছাত্রী রওনা হয়। সেই সময় অসুরাগড়ের কাছে অটোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। এই ঘটনায় অটোতে থাকা ছয় ছাত্রীই জখম হয়। পুলিশ ও স্থানীয়দের উদ্যোগে কানকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় তাদের। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর চার ছাত্রীকে ছেড়ে দেওয়া হলেও উত্তর কোনাল গ্রামের নিখত বেগম ও রোজি বেগম নামে দুই ছাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসার জন্য তাদের ইসলামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

দুটি পৃথক ঘটনায় গ্রেফতার দুই

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ ভয় দেখিয়ে বাজার থেকে টাকা তোলার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক যুবক। ধৃতের নাম সুরেশ রাই। অভিযুক্ত কার্সিয়াংয়ের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় শালুগাড়া বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের কাছে একটি নকল বন্দুক এবং বেশকিছু নকল গুলি পেয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ধরনের বন্দুক মূলত বেলুন ফাটানোর সময় ব্যবহার করা হয়। ধৃতকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে, বাইক চুরির অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আইনুল হক। তাঁর কাছ থেকে চারটি চোরাই বাইক ও একটি ইমপ্রোভাইজড পিস্তল ও তিন রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি চোপড়া এলাকায়। চোপড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে রবিবার রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ৮দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠক করে এই কথা জানিয়েছেন ডেপুটি কমিশনার জোন(১) গৌরব লাল। অভিযুক্তের কাছ থেকে একটি নকল বন্দুকও উদ্ধার করা হয়।

অন্যদিকে, ভক্তিনগর থানা ও আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় বাইক চুরি সংক্রান্ত একটি অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে চোপড়ার এক ব্যক্তির কাছে রয়েছে বাইকটি। এরপরই ভক্তিনগর থানা থেকে চোপড়া থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ভক্তিনগর থানার একটি দল রবিবার রাতেই চোপড়া যায়। এরপর চোপড়া থানার সহযোগিতায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযুক্তকে জেরা করে আরও বাইক চোরদের খোঁজ করছে ভক্তিনগর থানা। জানা গিয়েছে, চোরাই বাইক নিয়ে দুষ্কর্ম করার পরিকল্পনা ছিল অভিযুক্তের। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জোন (১) গৌরব লাল বলেন, 'পুলিশের কাছে খবর ছিল চোরাই বাইক নিয়ে চোপড়া এলাকায় রয়েছে অভিযুক্ত। সেইমতো আমরা অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেছি।'

স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের জেরেই কি খুন দিনমজুর, উত্তর খুঁজছে পুলিশ

ওদলাবাড়ি, ১৩ মার্চ ঃ স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কে কি পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সুজন ? সে কারণেই কি তাঁকে চিরতরে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হল ? সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ ১০ নম্বর গজলডোবার বাসিন্দা পেশায় দিনমজুর নিরীহ যুবক সুজন সরকারকে (৩৫) ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন এবং তাঁর স্ত্রী টগরি সরকারের গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশের কাছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। মালের এসডিপিও দেবাশিস চক্রবর্তী মঙ্গলবার খুনের ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে অবশ্য বলেন, 'এখনই চূড়ান্ত কিছু বলার সময় আসেনি। তদন্তে সমস্ত দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এদিকে, বাস্তবের রুক্ষ জমিতে দাঁড়িয়ে চোখের জল শুখিয়ে গিয়েছে মৃত সুজনের বৃদ্ধা মা এলাচি সরকারের। সংসারে উপার্জনক্ষম একমাত্র সন্তানকে হারিয়েছেন সোমবার সন্ধ্যাবেলায়। বউমা টগরি বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। বাড়িতে দুই নাবালক নাতি-নাতনি সাগর ও সাগরিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্‌বিগ্ন বৃদ্ধা। আততায়ীর ধারালো অস্ত্র তাঁর সংসারকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছে বলে তিনি জানালেন। দোষী যেই হোক তার কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সদ্য সন্তান হারিয়ে শোকে পাথর মা।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার সকালে এসডিপিও দেবাশিস চক্রবর্তী ও মাল থানার ওসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে তদন্তরত পুলিশের একটি দলের সামনে গ্রামবাসীদের কয়েকজন ছাড়াও মৃত সুজনের দিদি পূজা কীর্তনিয়া প্রতিবেশী এক যুবকের সঙ্গে সুজনের স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের দিক ইঙ্গিত করেন। ঘটনাচক্রে সোমবার সন্ধ্যার পর থেকে ওই প্রতিবেশী যুবক বাড়িতে নেই। মোবাইলেও তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ তাঁর বাড়িতে গিয়েও ওই যুবকের মা-বোনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে অবৈধ সম্পর্কই যদি কারণ হয় তবে সুজনের স্ত্রীর গলাতেও কেন ধারালো অস্ত্রের কোপ মারা হবে ? তদন্তকারীরা এর উত্তর খুঁজছেন। এছাড়াও মৃতের মা এলাচিদেবী পুলিশকে জানিয়েছেন, সোমবার বিকেলে তিস্তার জলাশয়ে টেপাই দিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ার পর গজলডোবারই অন্য আরেক যুবক সুজনের খোঁজে বাড়ি এসেছিলেন। বাড়ির পিছনে বাঁধ পেরিয়ে সুজন মাছ ধরতে গিয়েছেন শুনে তিনিও দ্রুত চলে যান। পুলিশ ওই যুবককেও জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে জানিয়েছে। মালের এসডিপিও বলেন, 'তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে মৃতের স্ত্রী টগরি সরকারের সুস্থ হয়ে ওঠা ভীষণ জরুরি। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আমরা তাঁকে সর্বোচ্চমানের চিকিৎসা পরিসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী তিনি।' একটু সুস্থ হলেই টগরিদেবীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে এসডিপিও জানিয়েছেন। খুনে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্রের খোঁজ চলছে। খুনের ঘটনাস্থলের খুব কাছে তিস্তা গাইড বাঁধের ওপর একটি কুল গাছের নীচে পড়ে থাকা মদের বোতলও পুলিশ উদ্ধার করেছে। এসবের মাঝেই মঙ্গলবার বিকেলে ময়নাতদন্তের পর সুজনের মৃতদেহ গজলডোবায় এলে কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতের পরিজন, বন্ধু-বান্ধবরা। তিস্তার পাড়ে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

গরিব শিশুর চিকিৎসায় আর্থিক সাহায্য রেঞ্জারের

রাজগঞ্জ, ১৩ মার্চ ঃ রাজগঞ্জের মান্তাদারি গ্রামের এক গরিব পরিবারের গুরুতর অসুস্থ শিশুর চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন বেলাকোবার রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত। মঙ্গলবার ওই পরিবারের হাতে নগদ ৬০ হাজার টাকা তুলে দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি চিকিৎসার যাবতীয় সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন। চিকিৎসার জন্য বুধবার পরিবারটি দক্ষিণ ভারতের উদ্দেশে রওনা দেবে। বেলাকোবার অদূরে মান্তাদারি গ্রামের মণিপদ অধিকারী পেশায় দিনমজুর। তিনি বলেন, তাঁর ৬ বছরের ছেলে প্রায় এক বছর ধরে অসুস্থ। বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে মাথায় আঘাত লেগেছিল। প্রথম কিছুদিন ছেলে কোনো সমস্যার কথা না বললেও একদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপর জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ির সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু ছেলে সুস্থ হয়নি। মাস ছয়েক আগে শিশুটি কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলে। একা দাঁড়িয়ে থাকতে বা চলতে পারে না। তিনি বলেন, চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ছেলের মাথায় রক্ত জমে আছে। চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ ভারতে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

দিনমজুরির কাজ করে কোনো রকমে সংসার চলে মণিপদবাবুর। অর্থবল যা ছিল, ছেলের চিকিৎসায় সবই শেষ হয়ে গিয়েছে। ফলে বাইরে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য নেই। তাই মণিবাবু এবং তাঁর স্ত্রী শর্মিলাদেবী একমাত্র ছেলের চিকিৎসার জন্য অনেকের দ্বারে কড়া নেড়েছেন। কিন্তু তেমন সাড়া মেলেনি। তাঁদের দুরবস্থার খবর পেয়ে বেলাকোবার রেঞ্জার সঞ্জয় দত্ত ত্রাতার ভূমিকায় ওই বাড়িতে গিয়ে পৌঁছান। এই দিন ওই পরিবারের হাতে ৬০ হাজার টাকা তুলে দেন। এছাড়া চিকিৎসার জন্য সব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেন। বনবস্তির মানুষের কাছে বড়োবাবু হিসেবে পরিচিত সঞ্জয় দত্তের সাহায্য পেয়ে আশার আলো দেখছে অসহায় পরিবারটি। শর্মিলাদেবী বলেন, 'বড়োবাবু আমার পরিবারে ভগবানের রূপে এসেছেন।' তাঁর সাহায্য পেয়ে ছেলে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবে বলে আশা করছেন তিনি। সঞ্জয়বাবু বলেন, 'ওই পরিবারটি খুব গরিব। এছাড়া মণিপদবাবু হীরাবাড়ি যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্য। বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় তাঁদের অবদান রয়েছে। তাই বিপদে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য বলে মনে করি।' এব্যাপারে কমিটির সদস্যরা ছাড়াও কিছু ব্যক্তি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

অন্যভাবে জন্মদিন

বাগডোগরা, ১৩ মার্চ ঃ স্নেহা ও সানা নামে যমজ মেয়েদের জন্মদিন ও বাবা-মায়ের বিবাহবার্ষিকী একই দিনে বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের সঙ্গে মঙ্গলবার পালন করলেন বাপন দাস এবং তাঁর পরিবার। বিধাননগর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা তথা সমাজসেবী বাপন দাস বাবা-মায়ের বিবাহবার্ষিকী এবং যমজ মেয়েদের জন্মদিনটি আজকে অন্যরকমভাবে কাটালেন। চোপড়ার বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে তাঁরা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সঙ্গে কেক কেটে তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে একসঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে আসলেন। বাপন দাস জানান, আজকে মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন ছিল। ভীমবার থেকে পরীক্ষার্থীদের মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলে পৌঁছে দিই। আবার পরীক্ষা শেষে তাদের ভীমবারে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও পালন করতে হয়েছে।

হুমকির অভিযোগ

চোপড়া, ১৩ মার্চ ঃ তোলাবাজির প্রতিবাদ করতে গিয়ে হুমকির মুখে পড়তে হল চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জাহিদুর রহমানকে। জাহিদুর সাহেবের অভিযোগ, এলাকায় বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার বসানোর জন্য এক ব্যক্তি তোলা আদায় করছিল। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করায় ওই দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ঘটনার প্রতিবাদে এদিন এলাকাবাসী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশের আশ্বাসে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

পুড়ল বাইক

ফুলবাড়ি, ১৩ মার্চ ঃ আগুন লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হল একটি মোটরবাইক। ঘটনাটি মঙ্গলবার বিকেলে ঘটেছে ফুলবাড়ি এলাকায়। মোটরবাইকের চালক ধীরাজকুমার গুপ্তা জানান, এদিন তিনি শিলিগুড়ি থেকে ফুলবাড়ি সীমান্তের দিকে ফিরছিলেন। ফুলবাড়ি মোড়ের কাছে পরিচিত এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হওয়ায় দাঁড়ান। সে সময়ই তিনি দেখতে পান বাইকটি থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। কয়েকজনের সহযোগিতায় জল ঢেলে আগুন নেভান। কিন্তু অধিকাংশ যন্ত্রাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বেসরকারি স্কুলকে সরকারি জমি দেওয়ার অভিযোগ মেটেলিতে

মেটেলি, ১৩ মার্চ ঃ একটি বেসরকারি স্কুলের হাতে সরকারি জমি তুলে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগে মেটেলি বাজার এলাকায় জোর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এ নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে এলাকার বাসিন্দারা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, বিডিও সহ অন্য আধিকারিকদের কাছে গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবশ্য দাবি, যাবতীয় নিয়মকানুন মেনে পদক্ষেপের সুবাদেই জেলাপরিষদ থেকে জমির লাইসেন্স মিলেছে। লাইলেন্সের কপি প্রধানকেও দেওয়া হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ দাবি জানিয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জেলাপরিষদের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

মেটেলি বাজারের মেটেলি হাট গ্রাম পঞ্চায়েত লাগোয়া রাজ্য সড়কের পাশে একটি জমিতে একটি কাঠের ঘর দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জমিটি জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের। আগে এখানে একটি সরকারি হাসপাতাল ছিল। পরে গ্রাম পঞ্চায়েতের হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসক এখানে বসতেন। যাতে দখল না হয় সেজন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে জমিটির সীমানা ঘেরাও করে দেওয়া হয়। শনিবার রাতে ওই ঘরটির গায়ে লাল রং দিয়ে লেখা এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের নাম দেখে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বাসিন্দারা সমবেতভাবে প্রতিবাদে শামিল হন। সরকারি জমি কীভাবে একটি বেসরকারি স্কুলের হাতে তুলে দেওয়া হল তা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন। এলাকার বেকার যুবক-যুবতিরা যাতে কাজ পান সেজন্য ওই জমিতে একটি সরকারি প্রকল্প গড়ে তোলার দাবি ওঠে।

মেটেলি হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আইমিত প্রধান লেপচা বলেন, 'ওই জমিতে যাতে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের কার্যালয় গড়ে তোলা হয় সেজন্য আমরা বহুবার জেলাপরিষদকে অনুরোধ জানিয়েছি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। জমিটি বেসরকারি স্কুলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ পেয়েছি। তা সংশ্লিষ্ট জায়গায় জানানো হবে।' সংশ্লিষ্ট বেসরকারি নার্সারি স্কুলটির কর্ণধার বলেন, 'জমিটি মোটেও বেআইনিভাবে দখল করা হয়নি। যাবতীয় বিধি মেনেই জেলাপরিষদের কাছ থেকে জমিটি নেওয়া হয়েছে। নথির কাগজপত্র গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও বিডিও-কে দেওয়া হয়েছে। মেটেলিতে গত ২৯ বছর ধরে এই স্কুলটি চলছে। আমাদের স্কুলে প্রায় ৩০০ পড়ুয়া রয়েছে। তাদের বেশির ভাগই তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত। স্থানীয় ১৯ জন যুবক-যুবতি এই স্কুলে কাজ করেন। যে জমি নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে সেখানে স্কুল গড়তে চেয়ে বহুদিন আগেই আমরা জেলাপরিষদে আবেদন জানাই। আবেদনের ভিত্তিতে আমরা স্কুলের নামে সরকারিভাবে জমির লাইসেন্স পেয়েছি। জমিটিতে যাতে স্কুল গড়া যায় সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।' জলপাইগুড়ি জেলাপরিষদের সভাধিপতি নূরজাহান বেগম বলেন, 'পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ঝড়-শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি ফাঁসিদেওয়ায়

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ কয়েক ঘণ্টার শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি হল শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকে। সোমবার সন্ধ্যা থেকে আচমকা ঝড় ও শিলাবৃষ্টির তাণ্ডবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে ব্লকের হেক্টরের পর হেক্টর জমির ফসল। বড়োসড়ো আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন প্রায় ১৪ থেকে ১৫ হাজার কৃষিজীবী মানুষ। পরিস্থিতি যা তাতে কয়েক দিনের মধ্যে শিলিগুড়ির বাজারে সবজির জোগানে টান পড়তে পারে। মঙ্গলবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অধ্যাপক তাপস সরকার। তাঁর বক্তব্য, ক্ষতিপূরণের জন্য রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠানোর পাশাপাশি পাহাড় সফরে থাকা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে বিষয়টি আনা হবে।

বৃষ্টির জলে ফসল নষ্ট কৃষিজমিতে। -সংবাদচিত্র

রবিবার বৃষ্টির পর সোমবার সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত ব্যাপকভাবে শিলাবৃষ্টি হয় মহকুমার অন্যান্য অংশের সঙ্গে ফাঁসিদেওয়ায়। যার জেরে ব্লকের সাতটি মৌজা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গোয়াবাড়ি, ধামনাগছ, মহিপাল, বন্দরগছের মতো মৌজাগুলিতে খেতে থাকা ফসল বা গাছ লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় সাতশো হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। কোথাও ফুলকপি, বাঁধাকপির খেতে বৃষ্টির জল দাঁড়িয়েছে, কোথাও আবার শসা-বেগুন গাছের অস্তিত্ব নেই। একইভাবে নষ্ট হয়েছে ঢ্যাঁড়শ, উচ্ছে গাছ। ধামনাগছের শ্যামন মণ্ডল থেকে বন্দরগছের পুলিন সরকার- ফাঁসিদেওয়া ব্লকের প্রত্যেক কৃষিজীবী মানুষই এর ফলে চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, বর্তমানে শসা, ঢ্যাঁড়শ, উচ্ছের ভালো দাম পাওয়ার সময়। কিন্তু লাভের মুখ দেখা তো দূরের কথা, শিলাবৃষ্টির জেরে চরম ক্ষতির মুখে পড়তে হল। অনেকেই বাজার থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে চাষাবাদ করেছেন। সেই টাকা কোথা থেকে শোধ দেবেন বুঝে উঠতে পারছেন না প্রকাশ লাকড়াদের মতো অনেকেই।

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার গ্রামগুলি পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অধ্যাপক তাপস সরকার। সেসময় নিজেদের দুর্দশার কথা তুলে ধরে অনেকেই ক্ষতিপূরণের দাবি করেন। তাঁদের ক্ষতির পরিমাণ সহ লিখিতভাবে আবেদন করার পরামর্শ দেন তাপসবাবু। সভাধিপতি জানান, প্রাথমিকভাবে সব মিলিয়ে প্রায় দুই কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিপূরণের জন্য রাজ্য সরকারকে বিষয়টি জানানো হবে। দার্জিলিং সফরে থাকা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বুধবার তিনি চিঠি দেবেন। কৃষির ক্ষতিপূরণ বাবদ গত বছর মহকুমা পরিষদ রাজ্যের থেকে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকা পেয়েছিল। তাপসবাবুর আশা, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে এ বছরও দাঁড়াবে রাজ্য সরকার।